

অংশগ্রহণের নির্দেশিকা

ফেব্ৰুয়ারি ২০২৫





অংশগ্রহণের নির্দেশিকা



উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)

সূচি

পটভূমি

জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট নীতি কাঠামো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা জ্বালানি খাতের বর্তমান অবস্থা জ্বালানি খাতের কার্বন নির্গমন তরুণ সমাজের ভূমিকা

সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াড

নিবন্ধন প্রক্রিয়া

- ১. বাছাই পর্ব প্রিলিমিনারি রাউভ ইন্টারমিডিয়েট রাউভ গ্রাজুয়েশন রাউভ
- ২. চূড়ান্ত পর্ব পাইওনিয়ার রাউন্ড আইডল রাউন্ড চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড

প্রশ্নের ধরন

যাচাই প্রক্রিয়া

পুরস্কার

যোগাযোগ

সচরাচর জিজ্ঞাসা

পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮.ক ধারায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করতে রাষ্ট্রকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য সুষম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশ দৃষণ ও জলবায়ু অভিঘাত কমানো একান্ত জরুরি। বাংলাদেশের কার্বন নির্গমন ও দৃষণকারী খাতের মধ্যে জ্বালানি খাত অন্যতম। এ কারণেই পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে জীবাশ্ম জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্রকে 'লাল' শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে যাতে পরিবেশ ও জনদুর্ভোগ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়। অন্যদিকে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলোকে 'হলুদ' ও 'কমলা' শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে যাতে তা দ্রুততর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যায়।

২০২১ সালের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (Nationally Determined Contributions) বা এনডিসি অনুসারে জ্বালানি খাত দেশের মোট কার্বন নির্গমনের ৫৫.০৭ শতাংশ দায়ী। এর মধ্যে বিদ্যুৎ খাত কমপক্ষে ১২.৪১ শতাংশ নির্গমন করে থাকে। এনডিসিতে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে স্বেচ্ছায় ৬.৭৩ শতাংশ এবং বৈদেশিক সাহায্যের আওতায় ২১.৮৫ শতাংশ নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট নীতি কাঠামো

২০০৮ সালে প্রণীত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এ লক্ষ্যমাত্রা ব্যর্থ হবার পর ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়। এরই মধ্যে, ২০২২ সালে প্রণীত মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় (Mujib Climate Prosperity Plan) ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ ও ২০৫০ সাল নাগাদ শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, ২০২৩ সালে গৃহীত সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় (Integrated Energy and Power Master Plan) ২০৫০ সাল নাগাদ মাত্র ১৭ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা একাধিকবার ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সরকার ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি এবং সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে, ২০০৪ সালের পর বাংলাদেশের জ্বালানি নীতি আর পরিমার্জন করা হয়নি। একটি যথাযথ জ্বালানি নীতি ছাড়া কোনো পরিকল্পনা বা খাতভিত্তিক নীতি কার্যকর হতে পারে না।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি

২০১৫ সালে গৃহীত জলবায়ু-সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তিতে চুক্তিতে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্পবিপ্লবের সময়ের তুলনায় দুই ডিগ্রির নিচে, এবং সম্ভব হলে দেড় ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। বাংলাদেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ। ২০১৬ সালে জলবায়ু বুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ফোরাম (Climate Vulnerable Forum) বা সিভিএফ-এর মারাকেশ ঘোষণায় ২০৫০ সালের যত আগে সম্ভব শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্জনের ঘোষণা দেয়া হয়। সিভিএফ-এর সদস্য হিশেবে বাংলাদেশ এ ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এছাড়া বাংলাদেশ ২০২১ সালে জ্বালানি রূপান্তর কাউন্সিল (Energy Transition Council) বা ইটিসি'র সদস্যপদ গ্রহণ করে। এ কাউন্সিলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি বৃদ্ধি দ্রুততর করা, বিদ্যুৎখাত কার্বনশূন্য করা, জ্বালানি-দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি রূপান্তরে অর্থায়ন বাড়ানো। একই বছর বৈশ্বিক মিথেন চুক্তিতেও (Global Methane Pledge) আমাদের দেশ স্বাক্ষর করে। এ চুক্তি অনুসারে ২০৩০ সাল নাগাদ সরকার ২০২০ সালের তুলনায় ৩০ শতাংশ মিথেন নির্গমন কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশ ২০২৩ সালে বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা প্রতিশ্রুতি (Global Renewables and Energy Efficiency Pledge) বা গ্রিপ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করে। এ চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো : ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ১১ হাজার গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপন করা এবং প্রতি বছর জ্বালানি দক্ষতা চার শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা

২০১৯ সালে সিডিপি ও ইউটিএস প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে এক লাখ ৫৬ হাজার মেগাওয়াট সৌর-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব। ক্লিন ও বেলা'র যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত ২০২৩ সালের গবেষণা অনুযায়ী, দেশে যে পরিমাণ বাড়ির ছাদ, খাসজমি ও জলাশয় আছে তাতে সৌরবিদ্যুৎ দিয়েই সকল নাগরিকের চাহিদা মেটানো সম্ভব। অপরদিকে, ২০২০ সালে প্রণীত খসড়া জাতীয় সৌরশক্তি পথরেখা অনুযায়ী ২০৪১

সাল নাগাদ দেশে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার মেগাওয়াট সৌর-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব।

২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণা ল্যাব (National Renewable Energy Lab) বা এনরেল প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের স্থলভাগে কমপক্ষে ৩০ হাজার মেগাওয়াট বায়ু-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব। এছাড়া, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃত ২০২৩ সালে সম্পাদিত এক গবেষণা অনুসারে বাংলাদেশের অগভীর সমুদ্রে ৯ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট বায়ু-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যায়।

ইতোমধ্যে বেসরকারি উদ্যোগে কক্সবাজারে একটি ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং তা সুন্দরভাবে চলছে। এছাড়া দেশের শিল্প-কারখানা ও বাড়িতে প্রতি বছর গড়ে ৩০০ মেগাওয়াট ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড অনুযায়ী আবাসিক ভবনের ছাদে মোট চাহিদার পাঁচ শতাংশ সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের বিধান রয়েছে। তবে এ বিধানটি যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে না।

জ্বালানি খাতের বর্তমান অবস্থা

জাতীয় অঙ্গীকার, আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের ৯৩ শতাংশ জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে বিদ্যুৎখাতে মোট স্থাপিত ক্ষমতা (installed capacity) ছিল ৩১ হাজার ৪৫২ মেগাওয়াট, যার মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ২৭ হাজার ৪১৭ মেগাওয়াট (৮৭%) ও মাত্র ১,৩৭৯ মেগাওয়াট (৪%) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক। জীবাশ্ম জ্বালানিগুলোর মধ্যে আছে কয়লা, আভ্যন্তরীণ জীবাশ্ম গ্যাস, ফার্নেস অয়েল, ডিজেল ও আমদানিকৃত তরল জীবাশ্ম গ্যাস (এলএনজি)। এছাড়া ভারত থেকে ২,৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরাসরি আমদানি করা হয়।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে অতিসক্ষমতার প্রভাব ভয়াবহ। জাতীয় গ্রিডে যুক্ত সক্ষমতা ২৮ হাজার ৯৮ মেগাওয়াট হলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১৬ হাজার ৪৭৭ মেগাওয়াট। ফলে, ১১ হাজার ৬২১ মেগাওয়াট বা চাহিদার ৭১ শতাংশই অলস সম্পদ হিশেবে রয়ে গেছে। এই অলস সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় জনগণের করের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।

স্থাপিত ক্ষমতা অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ২৪ হাজার ৪১০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (ইউনিট)। কিন্তু উৎপাদিত হয়েছে নয় হাজার ৬০০ কোটি ইউনিট। অর্থাৎ, মোট সক্ষমতার মাত্র ৩৯ শতাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। বাকি ৬১ শতাংশ বা বছরের ২২১ দিনই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো অলস বসে ছিল। চলুক বা না চলুক, চুক্তি অনুযায়ী বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোকে সরকার ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে থাকে। ২০০৭-০৮ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত এসব কোম্পানিকে ১,৪৭,৫৫৬ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ২০২৩-২৪ অর্থবছরেই ২৬ হাজার ৮২০ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হতো না।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে যতো বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে তার মধ্যে ১,৯১৩.৮ কোটি ইউনিট (১৯.৯%) কয়লা থেকে, ৪,৬৫৭.৯ কোটি ইউনিট (৪৬.৫%) জীবাশ্ম গ্যাস থেকে, ১,১৩৫.৭ কোটি ইউনিট (১১.৮%) ফার্নেস অয়েল থেকে, ৪৪ কোটি ইউনিট (০.৫%) ডিজেল থেকে, ৮২.৫ কোটি ইউনিট (০.৯%) জলশক্তি থেকে, ৮৭.৩ কোটি ইউনিট (০.৯%) সৌরশক্তি থেকে এবং ৬.৯ কোটি ইউনিট বায়ুশক্তি থেকে উৎপাদন করা

হয়। এছাড়া ১,৬৭১.৫ কোটি ইউনিট (১৭.৪%) বিদ্যুৎ ভারত থেকে আমদানি করা হয়। মোটামুটি ৮১ শতাংশ বিদ্যুৎ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে এবং মাত্র ১.৮ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত হয়েছে।

দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩৪,৮১৯ কোটি টাকার (২৮২.৫০ কোটি ডলার) জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি করতে হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি মাসে জ্বালানি আমদানির জন্য ২৩.৫৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়ে গেছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের জন্য আমদানি করতে হয়েছে ৩৩ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকার জ্বালানি। এর বাইরে বিদ্যুৎ আমদানি করতে খরচ হয়েছে ৯ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমদানিকৃত জ্বালানির মধ্যে এলএনজি আমদানিতেই খরচ হয়ে গেছে ৪২ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তন করতে পারলে জ্বালানি আমদানি কমিয়ে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা করা সম্ভব হতো।

জ্বালানি খাতের কার্বন নির্গমন

বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC) অনুযায়ী ২০১১-১২ সালের মোট কার্বন নির্গমনের পরিমাণ ছিল ১৬৯.০৫ মিলিয়ন টন, যার মধ্যে ৯৩.০৯ মিলিয়ন টন (৫৫.০৭%) জ্বালানি খাত থেকে নির্গত হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ খাত থেকে নির্গত হয়েছে ২০.৯৮ মিলিয়ন টন (১২.৪১%)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ খাত থেকে নির্গত হয়েছে ৬০.৪ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, যা ২০১১-১২ সালে তুলনায় তিন গুণ বেশি।

আমাদের দেশে বিদ্যুৎ খাতে কয়লার ব্যবহার যত বাড়ছে, নির্গমনের পরিমাণ ততোই বেড়ে যাচ্ছে। কয়লা থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড়ে ১,০২২ গ্রাম কার্বন নির্গমন হয়। অন্যদিকে, জীবাশ্ম গ্যাস থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৫৮৫ গ্রাম, ফার্নেস অয়েল থেকে ৭২৮ গ্রাম, ডিজেল থেকে ৬৮৯ গ্রাম এবং জলবিদ্যুৎ থেকে ৭০ গ্রাম কার্বন নির্গমন হয়।

সেই তুলনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে কোনো নির্গমন হয় না বললেই চলে। প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ থেকে গড়ে ৫৭ গ্রাম ও বায়ুবিদ্যুৎ থেকে ২০ গ্রাম কার্বন নির্গমন হয়, যা জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় খুবই সামান্য। ইদানিং কেউ কেউ বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুপারিশ করেন। বর্জ্য পুড়িয়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড়ে দেড় কেজিরও বেশি কার্বন নির্গমন হয়। সে তুলনায় বর্জ্য থেকে গ্যাস তৈরি করলে নির্গমনের পরিমাণ কমতে পারে।

তাই, এখনই জীবাশ্ম জ্বালানির, বিশেষ করে কয়লা ও জীবাশ্ম গ্যাসের, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ না করলে বাংলাদেশ একটি বড় জলবায়ু-অস্বীকারকারী ক্ষতিকর দেশে পরিণত হতে পারে।

তরুণ সমাজের ভূমিকা

২০৪১ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা একা সরকারের পক্ষে অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা, দ্বিপাক্ষিক অংশীদার, বেসরকারি সংস্থা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং তরুণ জনগোষ্ঠীসহ সমাজের সকলের উদ্যোগ ও সহাযোগিতা অত্যন্ত দরকারি।

২০২৩ সালে প্রকাশিত জনশুমারি প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ২৭.৮ শতাংশই ১৫-৩০ বছর বয়সী তরুণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনে এই তরুণ সমাজই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ হাঁসমুরগি ও গরুছাগল পালন করে দেশের আমিষের চাহিদা পূরণে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। আবার, শূন্য দশকে কম্পিউটারকেন্দ্রিক কাজের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।

পরিবারসহ সাধারণ নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, জন-উদ্দীপনা তৈরি, নীতি নির্ধারকদের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যান্য খাতের মতো বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে, বিশেষত নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে, তরুণ সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁদের নানান ধরনের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সবুজ বাংলাদেশ।

সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াড

জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধ করে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে বাংলাদেশি তরুণ, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াড (জিও) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

জিও২০২৫ দুটি পর্বে বিভক্ত: (১) বাছাই পর্ব ও (২) চূড়ান্ত পর্ব। বাংলাদেশের যে কোনো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী এতে অংশ নিতে পারবেন। বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ সেরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে চূড়ান্ত পর্ব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

জিও২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীই সমমর্যাদা ও সমান সুবিধা পাবেন। তবে, নারী, আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য হবেন।

নিবন্ধন প্রক্রিয়া

- বাংলাদেশের যে কোনো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির (বয়স ১৮-২৯ বছর) শিক্ষার্থী এ অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবেন।
- ক্লিন এবং জিও ২০২৫-এর অংশীদারি সংস্থার কোনো কর্মী বা কর্মীর ভাই-বোন বা সন্তান আত্মীয় সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবেন না।
- একজন শিক্ষার্থী একটি ইমেইল ঠিকানা থেকে মাত্র একবারই কুইজে অংশ নিতে পারবেন। একাধিক নিবন্ধন করলে বা একাধিক ইমেইল থেকে অংশ নিলে নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভাগ/ডিসিপ্লিন ও শিক্ষাবর্ষের তথ্য ভুল লিখলে পরীক্ষার ফলাফল বাতিল হয়ে যাবে।
- ৫. নিবন্ধনের পর শুধুমাত্র নিবন্ধিত ইমেইলে (Email) প্রিলিমিনারি রাউন্ডের (Preliminary Round)-এর প্রশ্নপত্রের লিংক পাঠানো হবে। পরীক্ষা শুরু হবার দশ (১০) মিনিট পূর্বে প্রিলিমিনারি রাউন্ডের প্রশ্নপত্রের লিংক পাঠানো হবে।
- ৬. শুধুমাত্র নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হয় এবং ১১টায় শেষ হয় তাহলে ঠিক সকাল ৯টা ৫৯ মিনিটের পর লিংকে প্রবেশ করা যাবে এবং ১১টা ১ মিনিটে উত্তরপত্র বন্ধ হয়ে যাবে।
- পরীক্ষার সময়সূচির আগে বা পরে লিংকে ক্লিক করলে প্রশ্নপত্র নাও পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং, সতর্কতার সঙ্গে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে সময় দেখে ক্লিক করতে হবে।
- ৮. ইমেইল ভুল লিখলে, উত্তরপত্রে ভুল করলে বা অন্য কোনো প্রকার প্রযুক্তিগত ভুল হলে সময়সীমা বা উত্তরপত্র যাচাইয়ে কোনো প্রকার পরিবর্তন হবে না।

১. বাছাই পর্ব

জিও২০২৫-এর বাছাই পর্ব তিনভাগে বিভক্ত হবে : (১) প্রিলিমিনারি রাউন্ড, (২) ইন্টারমিডিয়েট রাউন্ড ও (৩) গ্রাজুয়েশন রাউন্ড। গ্রাজুয়েশন রাউন্ড সফলভাবে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিতে পারবেন।

১.১ প্রিলিমিনারি রাউন্ড

- শুধুমাত্র অনলাইন নিবন্ধন (Registration) করেছেন এমন শিক্ষার্থীগণ এ রাউল্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- পরীক্ষাটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে।
- যে ইমেইল ঠিকানা দিয়ে নিবন্ধন (Registration) করা হয়েছে, সেই
 ইমেইল ঠিকানায় প্রশ্নপত্রের লিংক পাঠানো হবে। অন্য কোনো
 ইমেইল থেকে উত্তর দিলে উত্তরপত্র বাতিল হয়ে যাবে।
- এ পর্বে অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশের জ্বালানি বিষয়ে ১০০টি
 নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন) উত্তর দিবেন। প্রশ্নের উত্তর
 দেয়ার জন্য ১ ঘণ্টা (৬০ মিনিট) সময় পাওয়া যাবে।
- পরীক্ষার দিন সকাল ১০:০০টায় লিংকে ক্লিক করে প্রশ্নপত্র পাওয়া
 যাবে এবং ১১:০০টায় উত্তর দেয়ার লিংক বন্ধ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র
 বাংলাদেশের মান সময় (অনলাইন) সময় অনুসরণ করা হবে।
- প্রিলিমিনারি পর্বের সেরা অংশগ্রহণকারীগণ একটি অনলাইন সনদপত্র পাবেন এবং ইন্টারমিয়েট রাউল্ডে অংশ নিতে পারবেন।

১.২ ইন্টারমিডিয়েট রাউন্ড | ১,০০০ জন

- শুধুমাত্র প্রিলিমিনারি পর্বে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ইন্টারমিডিয়েট রাউল্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- এ পরীক্ষাটিও অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রিলিমিনারি রাউন্ডে যে ইমেইল ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র সেই ইমেইল ঠিকানা ব্যবহার করেই এ পর্বে অংশ নেয়া যাবে। অন্য কোনো ইমেইল থেকে উত্তর দিলে উত্তরপত্র বাতিল হয়ে যাবে।
- এ পর্বে আবার ১০০টি নৈর্ব্যক্তিক (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন) থাকবে। উত্তর দেয়ার জন্য ১ ঘণ্টা (৬০ মিনিট) সময় পাওয়া যাবে।
- পরীক্ষার দিন সকাল ১০:০০টায় লিংকে ক্লিক করে প্রশ্নপত্র পাওয়া

 যাবে এবং ১১:০০টায় উত্তর দেয়ার লিংক বন্ধ হয়ে যাবে।
- ইন্টারমিডিয়েট রাউল্ডের সেরা অংশগ্রহণকারীগণ একটি প্রিন্টেড
 সনদপত্র পাবেন এবং গ্রাজুয়েশন রাউল্ডে অংশ নিতে পারবেন।

১.৩ গ্রাজুয়েশন রাউন্ড | ১০০ জন

- শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েট রাউল্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ গ্রাজুয়েশন রাউল্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- এ পরীক্ষাটিও অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে।
- ইন্টারমিডিয়েট রাউন্ডে যে ইমেইল ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র সেই ইমেইল ঠিকানা ব্যবহার করেই এ পর্বে অংশ নেয়া যাবে। অন্য কোনো ইমেইল থেকে উত্তর দিলে উত্তরপত্র বাতিল হয়ে যাবে।
- এ রাউন্ডে দশটি প্রশ্নের ন্যারেটিভ উত্তর দিতে হবে। উত্তর দেযার জন্য দুই ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে।

- উত্তর দেয়ার জন্য অন্য কোনো লেখা থেকে কপি-পেস্ট, বা
 আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করলে নম্বর পাওয়া যাবে না।
- জ্বালানি বিষয়ক ১০ জন তথ্যাভিজ্ঞ জুরি উত্তরপত্রগুলো যাচাই করবেন।
- এ রাউন্ডের সেরা অংশগ্রহণকারীগণ একটি টি-শার্ট ও প্রিন্টেড সনদপত্র পাবেন এবং পাইওনিয়ার রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- পাইওনিয়ার রাউন্ডে অংশগ্রহণকারীগণ পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য যাতায়াত ও আবাসনের সহায়তা পাবেন।

২. চূড়ান্ত পর্ব

বাছাই পর্বের মতো চূড়ান্ত পর্বও তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে : (১) পাইওনিয়ার রাউন্ড, (২) আইডল রাউন্ড ও (৩) চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড। আইডল রাউন্ড শেষে চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানার আপ ও দ্বিতীয় রানার আপ নির্বাচনের জন্য চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে।

২.১ পাইওনিয়ার রাউন্ড | ৫০ জন

- গ্রাজুয়েশন রাউল্ডে উত্তীর্ণ সেরা ৫০ জন শিক্ষার্থী পাইওনিয়ার রাউল্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- এ রাউন্ডের পরীক্ষা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারীগণ যাতায়াত ভাতা ও আবাসন সহায়তা পাবেন।
- এ রাউন্ডে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ১০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (বহু
 নির্বাচনী প্রশ্ন) ও ৫টি রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। উত্তর
 দেয়ার জন্য ২ ঘণ্টা (১২০ মিনিট) সময় পাওয়া যাবে।
- জ্বালানি বিষয়ক পাঁচ জন তথ্যাভিজ্ঞ জুরি উত্তরপত্রগুলো যাচাই করবেন।
- পাইওনিয়ার রাউন্ডে সকল অংশগ্রহণকারী একটি গিফট বক্স, একটি
 টি-শার্ট ও একটি সনদপত্র পাবেন।
- এ রাউন্ডের সেরা দশজন অংশগ্রহণকারী আইডল রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন।

২.২ আইডল রাউন্ড | ১০ জন

- পাইওনিয়ার রাউন্ডে উত্তীর্ণ সেরা দশজন জন শিক্ষার্থী আইডল রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- এ রাউন্ডে দুটি দলের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি
 দলে পাঁচজন অংশগ্রহণকারী থাকবেন।
- বিতর্কের বিষয় অংশগ্রহণকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হবে।
- অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীগণ লটারির মাধ্যমে দুটি দলে বিভক্ত হবেন।
 প্রতিটি দলে পাঁচজন অংশগ্রহণকারী থাকবেন।
- প্রত্যেক দল সর্বসম্মতিক্রমে একজন দলনেতা নির্বাচন করবেন।
 দলনেতা বক্তৃতার ক্রমানুসারে দলীয় সদস্যদের তালিকা জমা দিবেন।
- বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম বক্তা চার মিনিট সময় পাবেন। পরবর্তী
 সকল বক্তা প্রত্যেকে তিন মিনিট সময় পাবেন।
- বাচনভঙ্গি, তথ্যের যথার্থতা, যুক্তি উপস্থাপন, যুক্তি খণ্ডন ও আত্মবিশ্বাস - এ পাঁচটি নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে তিনজন জুরি নম্বর প্রদান করবেন।
- মোট প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে বিজয়ী দল ঘোষণা করা হবে।
 বিজয়ী দল একটি আকর্ষণীয় উপহার পাবেন।
- জুরিদের প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে সেরা পাঁচজন অংশগ্রহণকারী চ্যাম্পিয়ন রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- আইডল রাউন্ডে সকল অংশগ্রহণকারী গিফট বক্স, ক্রেস্ট, টি-শার্ট ও
 একটি সনদপত্র পাবেন।

২.৩ চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড | ৫ জন

- আইডল রাউন্ডে উত্তীর্ণ সেরা পাঁচজন জন শিক্ষার্থী চ্যাম্পিয়ন রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- এ রাউন্ডে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী একটি উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন।
- উপস্থিত বক্তৃতার বিষয় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। প্রথম বিষয়
 পছন্দ না হলে দ্বিতীয়বার লটারি তোলার সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়
 বিষয়টি আর পরিবর্তন করা যাবে না। একবার বক্তৃতা শুরু করলে আর
 বিষয় পরিবর্তন করতে পারবেন না।
- প্রত্যেক বক্তা বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট সময় পাবেন।
- উপস্থিত বক্তৃতায় সেরা বক্তা নির্বাচনের জন্য পাঁচ জন জুরি থাকবেন।
- উপস্থিত বক্তৃতায় বাচনভঙ্গী, তথ্যের যথার্থতা, তথ্য বিশ্লেষণ, যুক্তির গভীরতা ও আত্মবিশ্বাস এই পাঁচটি নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে বিচারকগণ নম্বর দিবেন।
- সেরা পাঁচজনের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে দুই জন রানার আপ ও
 একজন চ্যাম্পিয়ন নির্বাচিত হবেন।
- চ্যাম্পিয়ন রাউল্ডের বাকি অংশগ্রহণকারীগণ গিফট বক্স, ক্রেস্ট,
 টি-শার্ট ও টপ ফাইভ সনদপত্র পাবেন।

প্রশ্নের ধরন

রাউন্ড		বিষয় ও নম্বর		
প্রিলিমিনারি রাউন্ড	জ্বালানি	৩০	বিদ্যুৎ	00
	জাতীয় নীতি	২০	অর্থ-ব্যবস্থা	50
	বিবিধ	১০	মোট	500
ইন্টারমিডিয়েট রাউন্ড	জ্বালানি	২০	বিদ্যুৎ	৩০
	জাতীয় নীতি	২০	অর্থ-ব্যবস্থা	২০
	বিবিধ	১০	মোট	১০০
গ্রাজুয়েশন রাউন্ড	জ্বালানি	২০	বিদ্যুৎ	২০
	জাতীয় নীতি	২০	অর্থ-ব্যবস্থা	২০
	বিবিধ	২০	মোট	১০০
পাইওনিয়ার রাউন্ড	জ্বালানি	২০	বিদ্যুৎ	২০
	জাতীয় নীতি	২০	অর্থ-ব্যবস্থা	২০
	বিবিধ	২০	মোট	১০০
আইডল রাউন্ড	অনির্ধারিত			
চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড	অনির্ধারিত			

যাচাই প্রক্রিয়া

বাছাই পর্বের প্রিলিমিনারি ও ইন্টারমিডিয়েট রাউন্ডে নৈর্বক্তিক প্রশ্নের ফলাফল অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হবে। ফলে প্রথম উত্তরদাতা থেকে শুরু করে সকল সেরা উত্তরদাতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হবেন। নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ হয়ে যাবার পরও যাঁরা সর্বশেষ উত্তরদাতার সমান নম্বর পাবেন, তাঁদের সকলেই উত্তীর্ণ বলে ধরে নেয়া হবে।

বাংলাদেশের দশজন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি (Resource Person) গ্রাজুয়েশন রাউন্ডের উত্তরপত্র যাচাই করে নম্বর দিবেন। এ নম্বরের উপর ভিত্তি করে প্রথম ৫০ জন উত্তরদাতা পাইওনিয়ার রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন।

পাইওনিয়ার রাউন্ড, আইডল রাউন্ড ও চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড এক সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ তিনটি রাউন্ডে মোট দশজন গ্র্যান্ড জুরি ভিন্ন ভিন্ন রাউন্ডে বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন।

জিও ২০২৫-এর সম্ভাব্য জুরি

আবুল কালাম আজাদ, এম. শামসুদ্দোহা, জিয়াউল হক মুক্তা, ড. এনামুল হক, ড. ম. তামিম, ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, দীপাল চন্দ্র বড়ুয়া, নেওয়াজুল মওলা, বনশ্রী মিত্র নিয়োগী, বারীশ হাসান চৌধুরী, মনোয়ার মোস্তফা, মুনির উদ্দীন শামীম, শফিকুল আলম, রায়ান হাসান, শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী, সাদিয়া রওশন অধরা, সৈয়দ সামিউল বাশার অনিক, হাসান মেহেদী ও হেলেন মাশিয়াত প্রিয়তী।

পুরস্কার

বিচারকদের প্রদানকৃত নম্বরের ভিত্তিতে প্রত্যেক রাউন্ডে উত্তীর্ণদের নিম্নোক্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে :

চ্যাম্পিয়ন গিফট বক্স, ক্রেস্ট, টি-শার্ট, পঞ্চাশ হাজার টাকার

চেক ও চ্যাম্পিয়নশিপ সার্টিফিকেট

প্রথম রানার আপ গিফট বক্স, ক্রেস্ট, টি-শার্ট, তিরিশ হাজার টাকার

চেক ও রানার আপ সার্টিফিকেট

দ্বিতীয় রানার আপ গিফট বক্স, ক্রেস্ট, টি-শার্ট, পনের হাজার টাকার

চেক ও প্রিন্টেড রানার আপ সার্টিফিকেট

চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড গিফট বক্স, ক্রেস্ট, টি-শার্ট ও প্রিন্টেড টপ ফাইভ

সার্টিফিকেট

আইডল রাউভ গিফট বক্স, ক্রেস্ট, টি-শার্ট ও প্রিন্টেড টপ টেন

সার্টিফিকেট

পাইওনিয়ার রাউন্ড গিফট বক্স, টি-শার্ট ও প্রিন্টেড টপ ফিফটি

সনদপত্র

গ্রাজুয়েশন রাউন্ড টি-শার্ট ও প্রিন্টেড সার্টিফিকেট

ইন্টারমিডিয়েট রাউন্ড প্রিন্টেড সার্টিফিকেট

প্রিলিমিনারি রাউন্ড অনলাইন সার্টিফিকেট

যোগাযোগ

জিও২০২৫ সমন্বয়কারী উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন) ০৪, মল্লিক বাড়ি রোড, বয়রা- রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ

ফোন: ++88 247 770 1458 ইমেইল: <u>geo2025@cleanbd.org</u>

ওয়েবঃ https://www.cleanbd.org/geo2025

সচরাচর জিজ্ঞাসা

- সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে কি কোনো ফি দিতে হবে?
 না। সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াডে (জিও) অংশ নিতে কোনো প্রকার
 ফি দিতে হবে না।
- নিবন্ধনে কোন ভাষা ব্যবহার করতে হবে?
 সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াডে ইংরেজি ভাষায় নিবন্ধন করতে হবে।
 তবে পরবর্তী সব রাউন্ডের উত্তর বাংলায় দিতে হবে।
- নিবন্ধন করার লিংক কোথায় পাওয়া যাবে?

 সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াডে নিবন্ধন করার জন্য লিংক ক্লিন-এর

 ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

 ওয়েবসাইট : https://www.cleanbd.org/geo2025
- কোন কোন বিভাগের শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবে?
 বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও
 উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ) যে কোনো বিভাগ বা ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থী
 এ অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবে।
- ৫. নিবন্ধনে ভুল হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার নিবন্ধন করা যাবে কি? না। জিও২০২৫-এ অংশ নিতে হলে একটি ইমেইল ঠিকানা দিয়ে একজন শিক্ষার্থী একবারই নিবন্ধন করতে পারবেন। দ্বিতীয়বার নিবন্ধন করলে দুটো নিবন্ধনই বাতিল হয়ে যাবে।
- ৬. ইমেইলের মাধ্যমে নিবন্ধন করা যাবে কি?

না। জিও২০২৫-এ শুধুমাত্র অনলাইন নিবন্ধন ফরম (GEO2025 Registration Form) পূরণ করেই নিবন্ধন (Registration) করা যাবে।

নির্ধারিত সময়ের পরে নিবন্ধন করা যাবে কি?

না। জিও২০২৫-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে যাঁরা নিবন্ধন করবেন শুধুমাত্র তাঁরাই অংশ নিতে পারবেন। তাই, শেষ তারিখের অপেক্ষা না করে যতো দ্রুত সম্ভব নিবন্ধন করা উচিৎ।

৮. নিবন্ধন হয়েছে কি না সেটা কি ইমেইলে নিশ্চিত করা হবে?

না। জিও২০২৫-এর অনলাইন নিবন্ধন ফরম (GEO2025 Registration Form) সাবমিট করলে সার্থকভাবে নিবন্ধন করার কনফার্মেশন মেসেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়া যাবে।

৯. সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াডে মোট কত জন অংশ নিতে পারবে?

প্রিলিমিনারি রাউন্ডে অংশগ্রহণকারীর কোনো সীমা নেই। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যাঁরা নিবন্ধন করবেন তাঁদের প্রত্যেকেই অংশ নিতে পারবেন। ইন্টারমিয়েট রাউন্ডে সেরা ১ হাজার জন এবং গ্রাজুয়েশন রাউন্ডে সেরা ১০০ জন অংশ নিবেন।

১০. বিদেশে বাসরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী কি নিবন্ধন করতে পারবেন?

বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধন করতে পারবেন, যদি তিনি বাংলাদেশি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত থাকেন। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধন করতে পারবেন না।

১১. বাংলাদেশে পাঠরত বিদেশি শিক্ষার্থী কি নিবন্ধন করতে পারবেন?

না। সবুজ জ্বালানি অলিম্পিয়াড শুধুমাত্র বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য।

১২. কলেজ বা ইনস্টিটিউশনের স্থানে কী লিখতে হবে?

যাঁরা কোনো সরকারি বা বেসরকারি বেসরকারি কলেজে, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ইনস্টিটিউটে পড়েন, তাঁরা সংশ্লিষ্ট কলেজ বা ইনস্টিটিউশনের নাম লিখবেন। যাঁরা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট বা ডিসপ্লিনের আওতায় পাঠরত তাঁরা এ স্থানে Not Applicable লিখবেন।

১৩. কলেজের শিক্ষার্থীগণ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লিখবেন?

বাংলাদেশের প্রায় সব কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই Public University নির্বাচন করতে হবে। তারপর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Open University), যেটা প্রযোজ্য, সেটা নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

১৪. আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

বাংলাদেশে অবস্থিত দুটো বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিশেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ১. Islamic University of Technology এবং ২. Asian University for Women. অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী থাকলেও আমরা এ দুটো বিশ্ববিদ্যালয়কে বিবেচনা করেছি।

১৫. অনলাইনে অংশ নিতে না পারলে কি ইমেইলে উত্তর দেয়া যাবে?

না। বাছাই পর্ব পুরোপুরি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। বাছাই পর্বে (গ্রাজুয়েশন রাউন্ড) উত্তীর্ণ হলে সশরীরে অংশ নিতে হবে। চূড়ান্তপত্রের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি কাগজে কলম দিয়ে লিখতে হবে।



https://www.cleanbd.org